ধাতু প্রকরণ

ভূমিকা

ধাতু বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচনায় পড়ে। ধাতু সম্পর্কে আলোচনা না করলে ক্রিয়াপদ এবং প্রকৃতি প্রত্যয় সম্পর্কিত ধারণা পূর্ণ হয় না। তাই ধাতু সম্পর্কিত আলোচনা বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* ধাতু কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* ধাতু চেনার সহজ উপায় লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* ধাতু কত প্রকার তা লিখতে ও বলতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। বাক্যের যে পদ দ্বারা কোন কাজ করা বোঝায় তাকেই ক্রিয়াপদ বলে। যা থেকে ক্রিয়াপদের জন্ম সেটাই ধাতু। যেমন, করি, একটি ক্রিয়াপদ। একে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কর্+ই। কর ক্রিয়াপদের মূল অংশ, এটিই ধাতু।

সংজ্ঞা :

ক্রিয়াপদের মূল অংশকেই ধাতু বলে। অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাকেই ধাতু বলে।

যেমন- কর্, চল, পড়্, এগুলো ধাতুর উদাহরণ। এই ধাতুগুলোই পদে ব্যবহৃত হবার সময় প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত করা হয়। যেমন- পড়ে, করে, ধরে, চলা, বলা। অন্যভাবে বলা যায় ক্রিয়াপদের বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে সেই ধাতু। যেমন 'পড়্' ধাতুর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত করে 'পড়ে' ক্রিয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'পড়্' ধাতু পড়ে ক্রিয়াপদের মূল অংশ।

লেখার সময় ধাতু বোঝাবার জন্য শব্দের পূর্বে ✓চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ 'ধাতু' না লিখে শব্দের আগে ✓ এই চিহ্নটি ব্যবহার করলেই বোঝা যায় এটি একটি ধাতু। যেমন-

✓কর, ✓পড়্, ✓ধর, ✓খা, ✓দা ইত্যাদি।

ধাতু বা ক্রিয়ামূল চিনবার পদ্ধতি হল বর্তমান কালের অনুজ্ঞাবাচক (আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বাচক) পদে তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার যে রূপ সেটাই ধাতু।

উদাহরণটি নিচে দেখানো হল

উত্তম অনুজ্ঞা হয় না

মধ্যম	আপনি খান (সম্ভ্রমার্থে)
	তুই খা (তুচ্ছার্থে)
নাম	সে খাক (তুচ্ছার্থে)
	তিনি খান (সম্ভ্রমার্থে)

ঠিক এমনি তুই কর্, তুই লেখ্, তুই পড়্। এগুলো এক অর্থে মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ, অন্য অর্থে এটাই ধাতু। বাংলা ধাতুর উৎপত্তি ও গঠন বিচার করে এগুলোতে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু;

২. সাধিত ধাতু;

৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

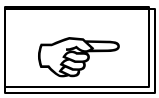

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ধাতু কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

এক কথায় উত্তর দিন :

১। ক্রিয়ার মূল অংশকে কি বলে?

২। কর্+এ, এখানে 'কর্' কি?

৩। ধাতু কয় প্রকার?

৪। মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার রূপটি কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। ধাতু, ২। ধাতু ৩। তিন প্রকার ৪। ধাতু

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* মৌলিক ধাতু কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* বাংলা এবং সংস্কৃত ধাতু সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
* সাধিত ধাতু এবং সংযোগমূলক ধাতু সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না অর্থাৎ যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ তাকেই মৌলিক ধাতু বলে। এই ধাতুকে তাই স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলে। যেমন ✓পড়্, ✓কর্, ✓খা, ✓দে ইত্যাদি।

১। মৌলিক ধাতু

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

১। খাঁটি বাংলা ধাতু

২। সংস্কৃত ধাতু

৩। বিদেশী ধাতু

খাঁটি বাংলা ধাতু : যে ক্রিয়াপদগুলো সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসেনি সে ধাতুগুলোই খাঁটি বাংলা ধাতু। প্রাকৃত, অপভ্রংশের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনভাবে এসব ধাতু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন - কাট্, ছাট্, কাদ, জান্, নাচ, ইত্যাদি ধাতু থেকে কাটা, ছাটা, জানা, নাচা ইত্যাদি সাধিত পদ গঠিত হয়।

সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেহেতু বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে, তেমনি অনেক সংস্কৃত ধাতুও রয়েছে। বাংলা ভাষায় যে তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতুগুলো ব্যবহৃত হয়, তাকেই সংস্কৃত ধাতু বলে। এই সংস্কৃত ধাতুগুলোর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে বিশেষ্য বা বিশেষণের ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- সংস্কৃত ত্যজ ধাতু থেকে ত্যাগ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ হয়। আবার এই ধাতু থেকেই ত্যাগ ত্যক্ত, ত্যাজ্য ইত্যাদি পদ হয়।

ঠিক এমনি ✓দৃশ থেকে দৃশ্য, দর্শন ইত্যাদি সাধিত শব্দ তৈরি হচ্ছে।

নিচে সংস্কৃত ধাতু এবং তার সঙ্গে খাঁটি বাংলা ধাতুর অর্থের মিল দেখিয়ে সাধিত শব্দ বা পদ তৈরি করে দেখান হল :

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর	করা, করে, করন
রক্ষ	রক্ষক, রক্ষণ, রক্ষিত	রাখ	রাখা, রাখি
চব	চব্য, চর্বিত	চিব	চিবানো, চিবাও
হৃ	হরণ, হত	হর	হারা, হার
✓দৃশ	দৃশ্য, দর্শন	দেখ	দেখা, দেখাও
গিম	গমন, গত	যা	যাওন, যাওয়া
ছিদ্	ছিন্ন, ছেদ	ছিঁড়	ছেঁড়া, ছেড়
✓ধৃ	ধৃত, ধর্তব্য, ধারণ	ধর	ধরা, ধরন
✓বচ	বক্তব্য, উক্ত, উপ্ত,		
✓গ	গায়ক, গীত	গা	গায়

বিদেশী ধাতু : বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষা থেকে আসা ক্রিয়ামূলকে বিদেশী ধাতু বলে। [এছাড়া কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যার উৎস তা নির্ণয় করাও কঠিন।এ গুলোকে অজ্ঞাত মূল ধাতু বলে।] বিদেশী ভাষার ধাতুর উদাহরণ হল আট, ঘাট, জম, ঠুট, টান, ভর ধাতু থেকে যথাক্রমে আটক, ঘাটতি, জমানো, টুটা, টানা, ডরানো ইত্যাদি শব্দ।

২। সাধিত ধাতু

যে ধাতু বিশ্লেষণ করলে তার মূলে অন্য একটি ধাতু বা অন্য কোন শব্দ পাওয়া যায়, সে ধাতুকে সাধিত ধাতু বলে। অর্থ ও গঠন বিচার করলে সাধিত ধাতুকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু

খ. ধ্বন্যাত্মক ধাতু

গ. নাম ধাতু

ক. মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রতয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু হয়। যেমন-

মৌলিক ধাতু কর+আ =(প্রত্যয়) = করা প্রযোজক ধাতু।

মৌলিক ধাতু নাচ+আ = নাচা, নাচায়।

মৌলিক ধাতু ✓দে+আ = দেয়া, দেওয়া।

খ. ধ্বন্যাত্মক ধাতু : ধাতু রূপে যে অনুকারবাচক শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকেই ধ্বন্যাত্মক ধাতু বলে। যেমন- হাপ+আ =হাপা (সে হাপায়)।

কনকন+আ =✓কন্‌কনায়। এরূপ ✓ গল্‌গল, ✓মচ্‌মচা, ✓পিল্‌পিলা, ✓টিল্‌টিলা ইত্যাদি।

গ.নামধাতু :সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু হয় তাকে নাম ধাতু বলে। যেমন - হাত+আ= ✓হাতা (হাতানো), লাথি+আ = ✓লাথা = (লাথানো), ঘুম+আ = ঘুমা (ঘুমানো) এমনি, চিড়া থেকে চড়ানো, চমক+আ = চমকা (চমকায়, চমকানো) ইত্যাদি।

বাংলা কবিতার ভাষায় সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দ অনেক সময় ধাতুরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় ক্রিয়াপদের সঙ্গে ইল প্রত্যয় যোগ উঠিল, প্রকাশিল, প্রবেশিল, বাহিরায়, দানিল, সুকুলিল, শিহরিলা ইত্যাদি।

৩। সংযোগমূলক ধাতু

বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কর্,হ, দে,পা প্রভৃতি যোগ করে সংযোগমূলক ধাতু হয়। যেমন-

(ক) 'হ' ধাতু যোগে : একমত হ, রাজি হ, সমর্থ হ ইত্যাদি।

(খ) দে ধাতু যোগে : জবাব দে, শাস্তি দে, মার দে, ভোট দে,

(গ) কর ধাতুযোগে : সন্দেহ কর, ভক্তিকর, সম্পাদন কর, লাভ কর, যোগ কর, ঘেরাও কর ইত্যাদি সংযোগমূলক ধাতু।

(ঘ) খা ধাতুযোগে : মার খা, হাবুডুবু খা, ঘুরপাক খা, ঘুষ খা, লাথি খা ইত্যাদি।

(ঙ)'ছাড়' ধাতু যোগে : হাত ছাড়, ঘর ছাড়, পথ ছাড় ইত্যাদি।

(চ) 'পা' ধাতু যোগে : কষ্ট পা, দুঃখ পা, সুখ পা, লজ্জা পা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

এক কথায় জবাব দিন

১। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

২। কৃত এবং কর্তব্য কোন ধাতু থেকে গঠিত পদ?

৩। 'হৃ' সংস্কৃত ধাতু বাংলায় কোন ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত?

৪। সাধিত ধাতুকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

৫। মৌলিক ধাতুর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে কোন ধাতু হয়?

৬। ধাতু রূপে যে অনুকারবাচক শব্দগুলো বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলে?

৭। সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু হয় তাকে কি বলে?

৮। বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে কর, হা, পা, দে, খা প্রভৃতি যোগ করে যে ধাতু হয় তার নাম কি?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। তিন, ২। 'কৃ', ধাতু থেকে, ৩। হর, ৪। তিন শ্রেণীতে ৫। প্রযোজক নিজন্ত ধাতু

৬। ধ্বন্যাত্মক ধাতু, ৭। নাম ধাতু, ৮। সংযোগ মূলক ধাতু।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সংস্কৃত ধাতু?

ক. হর খ. দৃশ

গ. জম ঘ. কাট

২। কোনটি খাঁটি বাংলা ধাতু?

ক. কৃ খ. টান

গ. হাস ঘ. আট

৩। কোনটি বিদেশী ধাতু?

ক. ডর খ. কৃৎ

গ. চিব্ ঘ. শুন

খ. রচনামূলক প্রশ্ন :

১। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করে উদাহরণ দিন।

২। সাধিত ধাতু কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিন।

৩। মৌলিক ধাতু কয়প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

৪। বিভিন্ন পদের সঙ্গে 'হ', দে, খা, বাস ও পা ধাতুযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি করুন?

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। গ ৩। ক

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পাঠগুলো পড়ে নিজে তৈরি করুন।